রাজাদের প্রজাও আছে – দুঃখও আছে

নাজমা মোস্তফা

মিরজাফর এক বেঈমানের নাম যে তার স্বজাতির সাথে বেঈমানী করেছে। যার কারণে আজ আর কেউ মিরজাফর বললেই বুঝতে পারেন তিনি কি বুঝাতে চাচ্ছেন। আজকাল দেখা যায় মুসলমান বলতে যেন একদল হিংস্র জানোয়ারকেই বুঝায় এমন ধারার লেখালেখি হচ্ছে বিস্তর। নামে বেনামীতে কলমবাজরা যুৎসই একটা ইস্যু পেয়েছেন হাতের কাছে। ফালি ফালি করে ব্যবচ্ছেদ করছেন। এমনকি অনেকে নিজেরাই মুচি-চামার দলের সদস্য হয়তোবা, কিন্তু এদেরকে অর্থাৎ মুসলমানদেরকে মুচি-চামার বলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে কার্পণ্য করছেন না। যদিও সত্যিকার ইসলাম এসব মুচি আর চামারের মাঝে বিভেদ করে নি কোনদিনও। ইসলামের ইতিহাসে অনেক দাসকেও রাজদন্ড হাতে নিতে দেখা গিয়েছে।

ভারত, কাশ্মীর, বসনিয়া, চেচনিয়া, আফগানিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তিনসহ বিশ্বের আনাচে কানাচে চলছে এই হুঙ্কার। কেউ হুমকি দিচ্ছেন তোদের মা বোনকে ধর্ষণ না করা পর্যন্ত তোরা অন্যের জ্বালা বুঝবি না। সাপের দংশন কি জিনিস তা ছোবল না খাওয়া পর্যন্ত তোরা বুঝবি কেমনে? তাই কি? ছোবলের আরো কত বাকি দেখতে হবে?

এ যাবত সারা বিশ্বপাড়ায় ছোবল কি কম দেয়া হচ্ছে? স্থলে, জলে, অরণ্যে, পাহাড়ে, পর্বতে, মরূভূমিতে কাট মুসলিম, মার মুসলিম কি কম হচ্ছে? এ বন্দনা এক শ্রেণীর জনতার মুখে-কলমে-কালিতে। সবচেয়ে বড় কথা মুসলমান এক বিশাল জনগোষ্ঠীর নাম। এদের সবাই ধোয়া তুলসি পাতা নয়। থাকতে পারে তাদের মাঝে কিছু গলদ, কিছু অস্বচ্ছতা, ভুল বুঝাবুঝি যা সর্বত্রই হয় সর্বযুগেই সব জাতিতেই তা হয়েছে, হচ্ছে, হবে। এরা আজ হিংস্র হায়েনার ক্রূঢ় দৃষ্টিতে আক্রান্ত কেন? কোন অঞ্চলই এর ছোবল থেকে যেন বাঁচতে পারছে না। একদম যেখানের জনতারা সব সময়ই ছিল উদারতার পক্ষের শক্তি তাদেরকেও বর্তমান সময়টির ঘোরে ফেলে নানান বিশেষণে ভূষিত করা হচ্ছে। মুসলমান কোন হিংস্র জানোয়ারের নাম নয়, এরাও মানুষ। যতই তাদেরে ভিন্নভাবে সাজানো হোক না কেন তারা অনেক ক্ষেত্রে অনেক গুণে সমৃদ্ধ, তবে তাদের মাঝে কিছু ভুল, কিছু বিভ্রান্তি থাকতে পারে। সামগ্রিকভাবে এসব ভুল প্রকৃতপক্ষে ইসলামের ত্রুটি নয় এটি তার জনতাদের বোধের ত্রুটি ছাড়া আর কিছু নয়। সেটি আমি আমার অনেক লেখাতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। কিছু ত্রুটি পাওয়া গেলেই তার সব গুণ শেষ হয়ে যায় না। তার গুণ থাকলে সে গুণের সমাদর করতে হবে এবং সেটি অবশ্যই স্বীকার করতেই হবে যদিও আজ একদল এদের কোনই গুণ খুঁজে পাচ্ছেন না।

একজন তসলিমা মুসলমানদের নিয়ে মিথ্যা জারিজুরি দিয়ে "লজ্জা" লিখে ফেললেই তসলিমার সব লজ্জা ঢাকা পড়ে যায় না। প্রতিটি কুকর্মই লজ্জার কারণ। আজ যে সারা বিশ্বে মার মার কাট কাট চলছে তা কি কারোরই লজ্জার কারণ নয়? এতে যেন আস্ফালনকারীদের আস্ফালন বেড়েই চলেছে। মিরজাফর যেদিন সিংহাসনে বসে, স্বৈরাচারী এরশাদ যেদিন দন্ড ঘুরান, ফেরাউন যেদিন শাসক থাকেন দন্ডমুন্ডের হর্তাকর্তা হিসাবে ততদিন তারাই পুজনীয়, মান্য, ধন্য, গুণীজন। সেদিন গণতন্ত্রের স্বাধীনতার ধ্বজাধারীরাও ছিলেন ষড়যন্ত্রকারী। সেদিন নিশ্চয় পেপারের হেডিং ছিল দেশপ্রেমিক

মহামান্য মিরজাফর আলী খান। শত সালামে শত গোলাপে লাল নীল গালিচাতে তাদেরেও নিশ্চয় সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে।

আমাদের গালি দাতাদেরকে কথায় কথায় ভারতের প্রেসিডেন্টের উদাহরণ টানতে দেখা যায় কিন্তু নিজের দেশের কোন উদাহরন তারা খুঁজে পান না। আজ আমি এরকম একজনের উদাহরণ আনছি। তিনিও সংখ্যালঘু দলের সদস্য। তার মতে বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। বাংলাদেশের মানুষ ধর্মভীরু- ধর্মান্ধ নয়। তিনি আরো বলেন বাংলাদেশ যদি সাম্প্রদায়িক দেশ হতো তবে আমি নির্বাচিত হতে পারতাম না। তার এলাকায় ১৮ হাজার হিন্দু ভোটার এবং তিনি প্রাপ্ত হয়েছেন ৮৬ হাজার ভোট এবং সবকটা হিন্দুও যদি তাকে ভোট দেয় তবু বাকি ভোট তিনি পেয়েছেন মুসলমানদের থেকে। তার কাছে এটিই এক চাক্ষুষ প্রমাণ এই বক্তব্যের। তিনি বলেন হিন্দুদের উপর যে অত্যাচার হয় নি তা আমি বলবো না। পৃথিবীর সব দেশেই খারাপ মানুষ রয়েছে। তারা যখন খুন করে, ধর্ষণ করে তারা জানতে চায় না সে হিন্দু কি মুসলমান। ১০ জন মুসলমান যদি খুন হয় জনসংখ্যা অনুপাতে সেখানে ২/১ জন হিন্দু খুন হতে পারে। একজন পুস্পরাণী যখন ধর্ষিতা হয় তখন লেখা হয় সংখ্যালঘু পুস্পরাণী ধর্ষিতা হয়েছে। যখন একজন রহিমা বা করিমা ধর্ষিতা হয় তখন লেখা হয় না সংখ্যাগরিষ্ট রহিমা বা করিমা ধর্ষিতা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, বিদেশে যারা দেশের বিরুদ্ধে কথা বলে তারা দেশের সুসন্তান হতে পারে না। তার দৃষ্টিতে জন্মভুমি মায়ের মত। তার কথা যারা দেশের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলে, ষড়যন্ত্র করে তাদের মাথা মুড়ে ঘোল ঢেলে দেশ থেকে বের করে দেয়া হোক। এটি তিনি একবার সংসদে বলেছিলেন। কিছু লোক এতে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন যার কারণে তার বাড়ীতে বোমা হামলা হয় সেটিও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি হলেন বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী গৌতম চক্রবর্তী।

লেখাটি লিখতে বসে হাতের কাছে পেয়েও গেলাম গৌতম চক্রবর্তির এই হামলার প্রামাণ্য তথ্য। ঢাকা ২৪ জুন, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান, পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী গৌতম চক্রবর্তীর ধানমন্ডির বাসভবনে সন্ত্রাসীদের বোমা হামলার নিন্দা প্রকাশ করেন। অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমুলক শাস্তি প্রদানের দাবী জানিয়েছেন ট্রাস্ট নেতৃবৃন্দ। হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট নেতৃবৃন্দ প্রতিমন্ত্রীর বাসায় হামলার নিন্দা করে প্রতিবাদ জানায় এবং রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় এ ধরণের নেক্কারজনক ঘটনার অনেক পুর্ব প্রমানসহ কঠোর প্রতিবাদ আসে উক্ত সভায়। ধর্মীয় সহিংসতাকে যারা রাজনীতির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছেন তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করা হয় সে সম্মেলনে। (২৭ জুন ২০০৩, সাপ্তাহিক ঠিকানা)

আজকাল অনেকের লেখা পড়লে মনে হয় আজো যে সব মুসলমান বেঁচে বর্তে আছেন তারা কেন যে সর্প দংশনে আক্রান্ত হচ্ছেন না এটাও অনেকের কষ্ট তা যেন আকারে ইঙ্গিতে ফুটে উঠছে তাদের কর্মকান্ডতে। এ কষ্ট কমে আসবে যদি মুসলমানকে হিংস্র কিছু মনে না করে মানুষ মনে করা হয়, তবেই। প্রতিটি সাদা, কালো, বাদামী চামড়ার নীচে ফিনকি দেয়া রক্তের একই রং এবং সেটি লাল। এই এক জায়গার কথা আজ সবাইকে চিন্তা করতে হবে নিজেদের হিংস্রত্বকে চাপা দিতে এটিই একটি অন্তত হিংসা থেকে, ধ্বংস থেকে বাঁচবার একটি সহজসুত্র। অতি সম্প্রতি প্রাপ্ত কিছু তথ্য তুলে ধরছি।

এরকম একজন লন্ডনের সানডে এক্সপ্রেসের বৃটিশ মহিলা সাংবাদিকের এই এগিয়ে চলার গল্প যেখানে তিনিও এসে সামিল হন এই তথাকথিত জটিল জলসাতে। শুরুতেই তার অহেতুক ভয় তো ছিলই তার মনে। তারপরও চিরাচরিত অনেক শোনা ঘটনার সাথে বাস্তবতার মিল খুঁজে পান নি তিনি যার কারণে তাকে সত্যিই সত্য কাছে টানতে পেরেছে। মহিলার নাম মিস ইভন রিডলি। অবশেষে তিনি ধর্মান্তরিত হন। তার পুর্ববর্তী ধারনায় এরা ছিল রক্ত পিপাসু জাতি, কিন্তু অতি অল্প দিনেই তার সে দৃষ্টিভঙ্গী বদল হয়ে যায়।

আমেরিকার প্রথম মুসলিম নারী বিচারক জাকিয়া মাহাসা বালটিমোর কোর্টের পারিবারিক আদালতে বিচারক হিসাবে নিয়োজিত আছেন। ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগে ক্রমে তিনি এই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। একটি গোড়া খৃষ্টান পরিবারের সদস্য হিসাবে তিনি লালিত পালিত হন। তার বিশ্বাস কিছু সংখ্যক মুসলমানের বিতর্কিত কার্যকলাপের জন্য আমরা নিজেরাই ধর্মটিকে বিতর্কিত করে তুলেছি, যা কোনভাবেই একজন মুসলমান হিসাবে মেনে নেয়া কষ্টকর।

আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের প্রপৌত্র জর্জ এ্যাকশনভানের ইসলাম গ্রহণের খবর অনেকেই শুনেছেন। ভার্জিনিয়ায় তার জন্ম। বসনিয়াতে যুদ্ধ কালীন সময়ে পেশা হিসাবে সাংবাদিকতা করতে গিয়ে ধরা পড়ে তার চোখে অনেক মিথ্যা, অপপ্রচার যা সত্যিকার ঘটনার সাথে মোটেও মেলে না। সেখানের মুসলমানদের অবস্থা দর্শনে তিনি এতই বিচলিত হয়ে পড়েন যে, তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং এর শেষ পরিণতি হিসাবে খুজে নেন তার চলার মুল সুরটি। তার চিন্তার রাজ্যে একটি প্রশ্ন বার বার ঘুরপাক খেতে থাকে যে, শৈশবে তিনি মানুষকে ভালবাসার শিক্ষা পেয়েছিলেন একজন খৃষ্টান হিসাবে আর সার্বরা খৃষ্টান হয়ে মানুষের উপর পাশবিক নির্যাতন করার শিক্ষা পেল কোথা থেকে? এর স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে তিনি ইসলাম কবুল করেন।

আর বিচারের ভার নিজের হাতে তুলে না নিয়ে স্মরণ রাখুন অন্ততঃ প্রতিটি আস্তিক ধর্মধারীরা অলক্ষ্যের একজন বিচারককে যাকে আপনারা অবশ্যই মানছেন তার জবাবদিহি সবাইকেই হতে হবে। মনে করে প্রস্তুত থাকুন। বিচারকও বসে নেই। সে তার বিচারকার্য করছেই, করবেই, অতীতেও করেছে নিশ্চয়। বিশ্ব এ যাবত প্রকাশ্যে স্রষ্টাকে না দেখলেও বিচারক যে শীতনিদ্রায় আক্রান্ত নন. সেটা অন্তত আস্তিকের ভাববার বিষয়, তাই নয় কি? সে সত্ত্বা নিদ্রাহীন, চির জাগ্রত, সয়ম্ভু, সর্বশক্তিমান। আর নাস্তিককে বলবার কিছু নেই। সে সবই করতে পারে, সবই বলতে পারে তার সামনে পিছনে কোন বিচার নেই। তাই তার জন্য সব দ্বার খোলা সব দিনই। পাপ পুণ্য, ন্যায় অন্যায় তার বিষয় নয়।

অনেকেই মুসলমানদেরে গালি দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন। এই গালিদানরত সদস্যের দুই একজনা আমাদের মানচিত্রেরও তার প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে। বাহানা হিসাবে অনেকেই বলে বেড়াচ্ছেন যে তসলিমার ভাগ্য যেন তাদের না হয় তার কারণে তারা বেনামিতে এই হিংসাত্বক বিষবাষ্প ছড়াচ্ছেন। কিন্তু মুসলমানরা এই গালির ভাগ পাচ্ছেন বহুদিন থেকেই এবং তারা গালিদাতারা স্বনামেই এ কাজ করেছেন। তার দু একটা নজির দিচ্ছি, অবশ্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মানচিত্রটুকুন পাড়ি দিতে হবে। এসব গালি দেয়ার সদস্যরা অনেকেই ছিলেন খ্যাত বিখ্যাত ব্যক্তি যা বর্তমানে অনেক অখ্যাত সদস্যরাও সমান তালে চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানের সদস্যরা অবশ্যই কুচক্রধারী যার কারণে তার সাহসও সে মাপেরই। লুকিয়ে পরের ঘরে সিঁদ দেয়া খুবই সহজ, এসব চোর ছ্যাচড়ারাই করে। এতে লাভালাভের অনেক সুযোগ, ক্ষতির কোনই কারণ নেই। এরা আবার

গায়ে তেল মেখে আসে যাতে গৃহকর্তার হাত থেকে ফাঁক করে পালিয়ে বাঁচতে পারে। কত বড় বিজয়ী এরা আবার বুক ফুলিয়ে শালীনতার সীমা রেখা দেখায়। সিঁদেল চোরও বিয়ে করে এখনও এরকম কোন আইন তৈরী হয় নি যে এরা বিয়ে করতে পারবে না বলে বরং তাদের বিয়ে করাতে আরো সুবিধে পরের ধনে এদের ভাড়ার ভরে। এরকম কাজ যারা করে তাদের লাভ অনেক। গর্দানও বাঁচে গাঁও বাঁচে মাঝে অন্যের সর্বনাশ যতটুকু হয় সেটুই তার লাভের ভান্ডে জমা হবে। প্রকৃত কোন জনতা এই মন মানসিকতাতে কি কোন দিনই লাভ জমা করতে পারবে বলে মনে হয়? বরং না, এতে তার নিজের ক্ষতির খাতাই বাড়বে। যাক্ এ যেন নতুন সুরে পুরান ঘটনা। এক প্রজা যখন তার অন্য সম্প্রদায়ের প্রজাকে এই ভাবেই গালি দিচ্ছেন, এতে কি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বহাল থাকে, না আরো ইন্ধনের আগুনে ছাইচাপা বেদনা আরো বহুগুণে উতলে উঠে? মনে হচ্ছে চারপাশের অমানবিক দশা এখানেও ঘটছে না দেখে অনেকেই যেন হাসফাস করছেন, তবে তারা সংখ্যায় বড়ই অল্প, এটি শতভাগ সত্যিকথা।

বঙ্কিমবাবুর লেখা বই পুস্তকে যখনই মুসলমান প্রসঙ্গ এসেছে, তখন তিনি ম্লেচ্ছ, নেড়ে, পাষন্ড, পামর, বানর, গো-খাদক, দাঁড়িওয়ালা, ডাকাত, হার্মাদ প্রভৃতি গালি সরাসরি দিয়েছেন অথবা কোন চরিত্রের মুখে উচ্চারণ করিয়েছেন। তার দৃষ্টিতে মুসলমানদের মাঝে কোন ভদ্রলোক বা ভালমানুষ নেই। একবার ঢাকায় এসেছিলেন তিনি সেখানে দেখতে পেয়েছেন কাক, কুকুর আর মুসলমান। তার লেখনিতে এসেছে ঢাকায় গিয়ে তিনি দেখেছেন নেড়ে কুত্তা আর আদালতে দেখেছেন নেড়ে মুসলমান আসামী। অথচ এই বঙ্কিমবাবুকে আমাদের অনেক জনা বলেন ঋষি বঙ্কিম।

"বোম্বাই শহরের সকল মুসলমান হচ্ছে চোর, ডাকাত, গুন্ডা আর বদমায়েশ" (শিবসেনা নেতা বালথ্যাকার। যার কথাতে ভারতের সেনাদের কাশ্মীরের মুসলমান মহিলাদের ধর্ষণ করা উচিত।)

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মিঃ গান্ধির প্রার্থণা সভায় যুগ দিয়েও অসাম্প্রদায়িক থাকতে পারেন নি। উগ্র হিন্দুরা চিৎকার দিয়ে বলেছিল, মুসলমান শুয়োর, খুনি, চোর, গরুখোর, ঐ অপজাতটাকে ফাঁসিতে লটকাও। (দি লাস্ট ডেজ অব বৃটিশ রাজ, মসলে-লিউনার্দ)

"দেশ বিভাগের আগে ছাত্রজীবনে একবার নারায়নগঞ্জের মিষ্টির দোকানে মিষ্টি খেতে চাইলে মিষ্টি বিক্রেতা আমাকে দুর দুর করে তাড়িয়ে দেয়"। (নজির হোসেন - ঢাকার কিংবদন্তী।)

সুদ্ধানন্দ স্বামী চেয়েছিলেন মুসলমানরা ধর্মান্তরিত হয়ে হিন্দু হয়ে যাক। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, হিন্দু হতে হয় জন্মগতভাবে, ধর্মান্তরের মাধ্যমে নয়। মুসলমানরা হিন্দু ধর্মে দিক্ষীত হলে তাদের সম্পর্কে কি করা হবে? স্বামীজির উত্তর এই ছিল যে, "ধর্মান্তরিত মুসলমানদের জন্য এমন এক বর্ণ সৃষ্টি করবো, যাদের স্থান হবে শুদ্রের চেয়েও নীচে"।

ক্ষুদ্র বাংলাদেশ মানচিত্রের দিক দিয়ে দরিদ্র সন্দেহ নেই কিন্তু জনতার ভারে সমৃদ্ধ। সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রামে কিছু পাহাড়ী বনাঞ্চল লক্ষণীয়। বেশকিছু উপজাতীও আমাদের ভাই বন্ধু। এবার তাদের কিছু কথা শুনবো যা অতি সম্প্রতি প্রাপ্ত। বাংলাদেশে বড় রাজনেতাদের সাথে ছোট রাজারাও কথা বলছে যাদের প্রজাও আছে। দেখা যাক তাদের সমস্যা কতদুর গড়ায়।

ঢাকা, ১৪ আগষ্ট, ২০০৩। রাজাদেরও দুঃখ আছে। আছে নানা ধরণের অসুবিধা। তাদের সচিব, রাজস্ব কর্মকর্তা পেশকার বর্তমান। বাৎসরিক শুভ পুণ্যাহের জন্যও দেয়া হয় না বরাদ্দ। বিমান বন্দরে দেয়া হয় না ভিআইপির সুযোগ সুবিধা। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মং এবং বোমাং সার্কেলের রাজাত্রয় এসব দুঃখ কষ্ট আর অসুবিধা দুর করতে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছে আবেদন জানিয়েছেন। বলেছেন, সীমিত ব্যক্তিগত আয়ের অর্থ দিয়ে তারা আর কাজ চালাতে পারছেন না। চাকমা রাজা ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায়, মং রাজা পাইলা প্রু এবং বোমাং রাজা চ হ্লা প্রু গত বুধবার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কাছে এক আবেদন জানিয়েছেন। এই প্রথম বারের মত তারা এ ধরণের আবেদন জানালেন। সার্কেল চীফ বা রাজাবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেছেন। অধীনস্থ হিলট্রাক্টসের হেডম্যান ও কারবারীদের ভাতাবৃদ্ধির দাবী জানান। একই সাথে তারা স্ব স্ব সার্কেলের কর আদায়সহ ভূমি ও রাজস্ব বিষয়ক প্রশাসনিক দায়িত্ব এবং উপজাতীয় বিষয়ের ব্যাপারে সর্ব্বোচ্চ আদালতের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এ সকল দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি কার্যালয় স্থাপন, কার্যালয় রক্ষণাবেক্ষণ, অতিথিবৃন্দের আপ্যায়ন, কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন, গরীব ও দুস্থ ব্যক্তিদের সাহায্য প্রদানসহ বিভিন্ন কাজ করতে হয়। রাজাদের এসব কাজের জন্য ব্যয় হয় অনেক। কিন্তু ভূমি করের অংশ ও সরকারী ভাতাদি থেকে গড়পড়তা মাসিক আয় ১০ হাজার টাকা। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি করের হার এবং খাজনা ৭০ বছর আগের নির্ধারিত। মূল্য এখনো অপরিবর্তিত রয়েছে। ভূমিকর ও খাজনার অংশ হিসাবে তারা পান ৫ হাজার টাকা এবং মাসিক সম্মানীভাতা আরো ৫ হাজার টাকা।

রাজারা প্রধানমন্ত্রীর কাছে লেখা পত্রে বলেছেন, তারা প্রশাসনিক বিভিন্ন খরচখরচাতো করছেনই উপরন্তু বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রচুর অর্থ দিতে হচ্ছে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাজেও দিতে হচ্ছে অর্থ। এ অবস্থায় তাদের নিজস্ব আয়ের উপর ভরসা করতে হচ্ছে। কিন্তু তিন রাজার কেউই বিশাল প্রতিপত্তিশালী নয়। ---- অন্যদিকে অফিস চালানোর জন্য যে লোকবল দরকার তা তাদের নেই, নেই গাড়ী কিংবা স্পীড বোট। এ অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর কাছে তিন রাজা ৭ দফা দাবী জানিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে আছে তাদের অফিস ও বাসভবন নির্মান করে দেয়া, কার্যালয়ের আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি, গাড়ী ও স্পীডবোট প্রদান, সচিব, রাজস্ব কর্মকর্তা, পেশকার, অফিস সহকারী ও পিয়ন নিয়োগ দেয়া, অর্ভ্যথনা ও অন্যান্য ভাতা বরাদ্দ, বাৎসরিক শুভ পুণ্যাহের জন্য বরাদ্দ এবং বিমান বন্দরে ভিআইপি হিসাবে সুযোগ প্রদান ইত্যাদি। একই সাথে রাজাবৃন্দ কার্বারীদের জন্য মাসিক ভাতা ২০০ টাকার পরিবর্তে ৪০০ টাকা করা এবং হেডম্যানের মাসিক ভাতা ৩০০ টাকা থেকে ২০০০ টাকায় বৃদ্ধি করার দাবী জানিয়েছে। গতকাল পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী রাজাদের এ সকল দুঃখ দুর্দশা ও সমস্যার কথা শোনেন এবং বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করবেন বলে জানিয়েছেন। (১৯ আগষ্ট ২০০৩, লন্ডন থেকে প্রকাশিত বাংলা এক্সপ্রেস)

পরবর্তী খবর হিসাবে প্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া রাজাদের বক্তব্য শুনেছেন। তার বক্তব্যে ফুটে উঠেছে যে তার সরকার সমন্বিত উন্নয়নে বিশ্বাসী এবং উন্নয়নের স্বার্থে সৌহার্দ্য গড়ে তোলার নির্দেশ দেন। একই সাথে ইতিবাচক সবই করার ইঙ্গিত ব্যক্ত করেন। (৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩ লন্ডন থেকে প্রকাশিত সুরমা)

(এখানে দেখা যাচ্ছে রাজারা উন্নত অবস্থান গড়তে বড় রাজা (বাংলাদেশ প্রশাসনের)র সাথে দেখা করছেন, কোন নির্যাতনের ফরিয়াদ তো নয়ই বরং দেখা যাচ্ছে সাহায্যের দাবী নিয়ে রাজারা বড়র কাছে ধরেছেন বায়না। এসব রাজার প্রজারা শোনা যাচ্ছে ইদানিং গালি গালাজ তো করছেনই মায়

ভিন সম্প্রদায়কে বিশেষ করে মুসলমানকে চৌদ্দগোষ্ঠী তুলেও গালাগাল দিচ্ছেন। মনে হয় রাজারা এসব প্রজাদের কোন খবরই রাখেন না। অনেক আগে স্বাধীনতার সময় শুনেছিলাম এদের অনেক নড়বড়ে অবস্থানের কথা, সম্ভবত সেই নড়বড়ে গোষ্ঠীরা আজও পিছনের কলকাঠি নাড়ছেন সুপ্ত স্বপ্নকে কাজে লাগাতে।)

ভাল থেকো রাজারা, সুস্থ থেকো, শান্তিতে থেকো। তোমাদের প্রজাসহ বাকীদেরেও সুস্থ থাকতে দিও, শান্তিতে থাকতে দিও।

nazmam@mail.com
www.batighor.com